কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ৩৬ কোটির উন্নয়ন প্রকল্প এখন ‘মৃত্যুফাঁদ’

জলাবদ্ধতা নিরসন আর নাগরিক সুবিধা বাড়ানোর লক্ষ্যে কুষ্টিয়ার কুমারখালী পৌরসভায় শুরু হয়েছিল ৩৬ কোটি টাকার ড্রেন ও সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। তবে কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতা, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফিলতি এবং দুর্বল তদারকির কারণে সেই উন্নয়ন প্রকল্পই এখন স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য আতঙ্কের অন্য নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ফেলে রাখা খোঁড়া ড্রেন, ভাঙা সড়ক আর কোনো ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থা ছাড়াই চলমান নির্মাণকাজের কারণে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা।

গত সোমবার এমনই এক অরক্ষিত নির্মাণাধীন ড্রেনে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে ইফাদ নামের ছয় বছরের এক শিশু। এই মৃত্যুর পর প্রকল্পটিকে এখন স্থানীয়রা ‘মৃত্যুফাঁদ’ হিসেবে অভিহিত করছেন।

পৌর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আইইউজিআইপি প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ধাপে ধাপে এসব ড্রেন ও সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে প্রায় ৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে চারটি প্রকল্প চলমান থাকলেও অধিকাংশ কাজই নির্ধারিত সময়ে শেষ করা সম্ভব হয়নি। কয়েক দফা মেয়াদ বাড়িয়েও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়।

তন্মধ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের আইনজীবী কাজলের বাড়ি থেকে মাথাভাঙা মন্দির এবং হারুন মিয়ার বাড়ি থেকে গড়াই নদী পর্যন্ত ১ হাজার ৬৭ মিটার ড্রেন নির্মাণের কাজ পায় ঢাকার মেসার্স নূর কনস্ট্রাকশন। প্রায় ৩ কোটি ৮৬ লাখ টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্পটি গত ২৫ মার্চের মধ্যে শেষ হওয়ার চুক্তি থাকলেও এখন পর্যন্ত এর কাজের অগ্রগতি মাত্র ৪ শতাংশ।

অন্যদিকে ৬ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডে আরও দুটি ড্রেন এবং ৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় দেড় কোটি টাকার সড়ক নির্মাণকাজ এখনো শুরুই করতে পারেনি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার। পাশাপাশি এমএন স্কুল থেকে পাবলিক লাইব্রেরি পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের কাজও ৬০ শতাংশে এসে আটকে আছে।

সরেজমিনে এমএন পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনের এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, জনবহুল রাস্তার পাশে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে ফেলে রাখা হয়েছে। কোথাও বিপজ্জনকভাবে রড বের হয়ে আছে, আবার কোথাও জমে আছে নোংরা পানি। এত বড় ঝুঁকিপূর্ণ কাজের চারপাশে নেই কোনো সুরক্ষা বেষ্টনী বা সতর্কতামূলক চিহ্ন।

নিহত শিশু ইফাদের মামা স্বাধীন হোসেন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সময়ে কাজ শেষ হলে কিংবা ন্যূনতম নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলে এই অকাল মৃত্যু হতো না। এই মৃত্যুর দায় ঠিকাদার ও পৌর কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই এড়াতে পারে না।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের অভিযোগ, ড্রেনের নামে যত্রতত্র রাস্তা কেটে রাখায় প্রতিনিয়ত যানবাহন উল্টে মানুষ আহত হচ্ছে। ভেকু দিয়ে নালা কাটার কারণে ভেঙে পড়ছে অনেকের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট। প্রতিবাদ করলে উল্টো ঠিকাদারের লোকজনের ধমক শুনতে হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত এক বাসিন্দা ইতোমধ্যে এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকল্পের কাজ পেয়েছিল মাদারীপুরের কিংডম বিল্ডার্স ও নূরজাহান রিসোর্স ইন্টারন্যাশনাল (জেভি)।

স্থানীয়দের দাবি, এই ঠিকাদার সাবেক মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওয়ায় ক্ষমতার জোরে কাজ ফেলে রাখেন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তারা এলাকা ছাড়লে স্থানীয় এক ঠিকাদার কাজের দায়িত্ব নেন। তবে কয়েক দফা মেয়াদ বাড়িয়েও কাজ শেষ হয়নি। বর্তমানে চারটি প্রকল্পের গড় অগ্রগতি প্রায় ৭০ শতাংশ বলে দাবি করছে পৌর কর্তৃপক্ষ।

কুমারখালী দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাবীব চৌহান এই অব্যবস্থাপনার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, সঠিক তদারকির অভাবেই কাজে চরম অনিয়ম ও গাফিলতি হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুত দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

বিলম্বের বিষয়টি স্বীকার করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি স্বপন শেখ জানান, অভ্যন্তরীণ জটিলতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও স্থান-সংক্রান্ত সমস্যার কারণে কাজে দেরি হয়েছে এবং সময় বাড়ানোর জন্য

ইতোমধ্যে আবেদন করা হয়েছে।

সার্বিক বিষয়ে কুমারখালী পৌরসভার প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারজানা আখতার বলেন, জনবল সংকটসহ নানা সীমাবদ্ধতার কারণে এতদিন নিবিড় তদারকি করা সম্ভব হয়নি। শিশুমৃত্যুর ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। এই গাফিলতির জন্য ঠিকাদারকে ইতোমধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং এখন থেকে প্রকল্পগুলোর কাজ কঠোরভাবে মনিটর করা হবে।

কুষ্টিয়ায় টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় র্যাবের মাদকবিরোধী অভিযানে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে ২ হাজার ৮৫০ পিস নেশাজাতীয় টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানের খবর পেয়ে মূল আসামি কৌশলে পালিয়ে যায়।

র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্প সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত সোমবার (১৮ মে) বিকেল সোয়া ৩টার দিকে মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের বলিদাপাড়া গ্রামে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

র্যাব-১২ এর কুষ্টিয়া ক্যাম্প কমান্ডারের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে সুলতান মালিথার বসতবাড়ির দক্ষিণ পাশের উঠানে মাদক কেনাবেচার সময় অভিযান চালানো হয়।

অভিযানের সময় মূল আসামি বলিদাপাড়া গ্রামের সুলতান মালিথার ছেলে দিপু মালিথা (২৮) পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থল থেকে তার দুই সহযোগীকে আটক করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মশান বাজার এলাকার ওবাইদুর রহমানের ছেলে ফাহিমুজ্জামান তুষার আব্দুল্লাহ (২১) এবং গোপালপুর এলাকার মৃত

আউয়াল মোল্লার ছেলে আরিফুল মোল্লা (৩০)।

র্যাব জানায়, আটককৃতদের দেহ তল্লাশি ও ঘটনাস্থল তল্লাশি করে ২ হাজার ৮৫০ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ট্যাবলেটগুলো অবৈধভাবে বিক্রি ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সূত্রে আরও জানা যায়, টাপেন্টাডল একটি শক্তিশালী নেশাজাতীয় ওষুধ, যা দীর্ঘদিন ধরে তরুণ সমাজের মধ্যে অপব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ ধরনের মাদকদ্রব্যের বিস্তার রোধে র্যাবের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃত দুইজন এবং পলাতক দিপু মালিথার বিরুদ্ধে মিরপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি পলাতক আসামিকে গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।

কুষ্টিয়ায় “নিউ সু গার্ডেন” - এর উদ্বোধন

কুষ্টিয়ায় পরিমল টাওয়ার ও জেলা পরিষদ টাওয়ার মার্কেটের পর শহরের প্রাণকেন্দ্র থানার মোড়, এন এস রোড এলাকায় নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছে “নিউ সু গার্ডেন”।

গতকাল শনিবার দুপুরে উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফিতা কেটে এর উদ্বোধন করেন ব্যবসায়ী কল্যাণ মালিক সমিতির সভাপতি এসএম কাদেরী শাকিল, দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন, কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক মুক্তারুজ্জামান মুরাদ, পারভেজ মাজমাদার, মীম ফ্যাশানের স্বত্বাধিকারী রানা ইসলাম, সু গার্ডেন এর পরিচালক মিনারুল ইসলাম মনির, জিয়ারুল ইসলাম সহ সংশ্লিষ্টরা। স্থানীয় ব্যবসায়ী, শুভানুধ্যায়ী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সু গার্ডেন এর পরিচালক মিনারুল ইসলাম মনির, জিয়ারুল ইসলাম জানান, কুষ্টিয়ায় পরিমল টাওয়ার ও জেলা পরিষদ টাওয়ার মার্কেটের পর শহরের প্রাণকেন্দ্র থানার মোড়, এন এস রোড এলাকায় নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছে “নিউ সু গার্ডেন”। আমরা আশা করছি এখানো ক্রেতাদের বেশ ভালো সাড়া পাবে।

আধুনিক ডিজাইন, মানসম্মত পণ্য ও ক্রেতাবান্ধব সেবার মাধ্যমে “নিউ সু গার্ডেন” কুষ্টিয়ার জুতার বাজারে নতুন মাত্রা যোগ করবে। উদ্বোধনের দিন থেকেই ক্রেতাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

অনুষ্ঠানে অতিথিরা নতুন প্রতিষ্ঠানের সফলতা কামনা করে বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধ হবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃপক্ষ জানান, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের উন্নতমানের জুতা ও ফ্যাশন সামগ্রী সাশ্রয়ী মূল্যে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উদ্বোধন শেষে দোয়া ও মিষ্টিমুখের আয়োজন করা হয়।

কুষ্টিয়ায় খাল খনন প্রকল্পে দুর্বৃত্তদের হামলা, দুটি স্কেভেটরে আগুন

কুষ্টিয়ার খোকসায় চলমান খাল খনন প্রকল্পে দুর্বৃত্তদের হামলায় দুটি স্কেভেটরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় পাঁচজন শ্রমিক আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

বুধবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১টার দিকে উপজেলার হেলিপট খানপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, গত ১৬ এপ্রিল খোকসা উপজেলার মোড়াগাছা এলাকায় ২ হাজার

৫০০ মিটার খাল খনন কাজের উদ্বোধন করেন আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। প্রকল্পটির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছালে বুধবার গভীর রাতে একদল মুখোশধারী দুর্বৃত্ত হামলা চালায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা দুইটি চলন্ত স্কেভেটর থামিয়ে চালকসহ পাঁচজন শ্রমিককে মারধর করে। পরে তারা স্কেভেটরের ব্যাটারি খুলে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এছাড়া শ্রমিকদের মোবাইল ফোন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ছিনিয়ে নেয় হামলাকারীরা।

খবর পেয়ে খোকসা উপজেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা দোস্তোগার সাগর ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে খোকসা ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে কুষ্টিয়া জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা রেজিবুল ইসলাম বলেন, “গত রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে অস্ত্রধারী মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায়। তারা মোবাইল ফোন, ব্যাটারিসহ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ছিনিয়ে নেয় এবং স্কেভেটরে আগুন ধরিয়ে দেয়।”

খোকসা উপজেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা দোস্তোগার সাগর বলেন, “এ প্রকল্পের কাজে কারও সঙ্গে কোনো ধরনের বিরোধ ছিল না। কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিল। আরও দুই দিনের মধ্যেই খনন কাজ শেষ করা সম্ভব হতো। কিন্তু দুইটি স্কেভেটরে আগুন দেওয়ায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।”

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোল্লা জাকির হোসেন বলেন, “ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আশা করছি দ্রুতই তাদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।”

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে কুষ্টিয়ায় প্রেস ব্রিফিং

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ফ্যামিলি কার্ড, খাল খনন, বৃক্ষরোপণ, নারীর জন্য বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থা, কৃষি কার্ড, কৃষি ঋণ মওকুফসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে এ প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।
সরকারের উন্নয়ন বার্তা তুলে ধরেন জেলা সিনিয়র তথ্য অফিসার আমিনুল ইসলাম।

এসময় তিনি বলেন, জনগণের কল্যাণে গৃহীত এসব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের ধারা আরও বেগবান হবে। পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জাকির হোসেন, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক আল মামুন সাগর, সদস্য সচিব এ এম জুবায়েদ রিপনসহ জেলার বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মী।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জাকির হোসেন সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে তথ্য ও প্রচার কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, সরকারের গৃহীত জনবান্ধব কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের উন্নয়নের ধারা আরও শক্তিশালী হবে।

এসময় গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়।

প্রেস ব্রিফিংয়ে জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া বন্ধ চিনিকলে নষ্ট হচ্ছে শত কোটির যন্ত্রপাতি

কুষ্টিয়া সুগার মিলের যাত্রা ১৯৬৫-৬৬ অর্থবছরে। শুরুর পর কয়েক বছর লাভের মুখ দেখলেও নব্বই দশকের পর থেকে ধারাবাহিক লোকসানের কবলে পড়ে মিলটি।

দীর্ঘ সময় পাহাড়সম লোকসানের বোঝা নিয়ে সচল রাখার চেষ্টা করা হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। সর্বশেষ ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৭ কোটি ৫৬ লাখ টাকা লোকসান গুনে আনুষ্ঠানিকভাবে মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ করে প্রতিষ্ঠানটি।

এদিকে দীর্ঘ চার বছর ধরে মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ থাকায় মিলের প্রায় ১০০ কোটি টাকার যন্ত্রাংশ এখন অযত্ন-অবহেলায় মরিচা ধরে নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া চিনি উৎপাদন শূন্যের কোঠায় নামলেও বর্তমানে কর্মরত ৭৫ কর্মকর্তা-কর্মচারীর পেছনে প্রতি মাসে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ২৫ লাখ টাকা।

জানা যায়, শুরুতে লাভজনক হলেও নব্বই দশকের পর থেকেই মূলত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ এবং সীমাহীন দুর্নীতির কবলে পড়ে প্রতিষ্ঠানটি। বন্ধের সময় এর মোট পুঞ্জীভূত লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০৬ কোটি ৫ লাখ টাকা।

মিলটির মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও বর্তমানে ৭৫ কর্মকর্তা- কর্মচারী কর্মরত। কাজ না থাকায় অধিকাংশ সময় তারা খোশগল্পে মগ্ন থাকেন। ইচ্ছামতো অফিসে আসা-যাওয়া করেন। তাদের পেছনে প্রতি মাসে সরকারের ব্যয় হচ্ছে প্রায় ২৫ লাখ টাকা। বর্তমানে মিলের একমাত্র সক্রিয় কাজ হলো ২২০ একর জায়গার মধ্যে কিছু জমি ও পুকুর লিজ দেওয়া, যা থেকে বছরে আয় মাত্র ২৭ লাখ টাকা।

কুষ্টিয়া সুগার মিলে দীর্ঘদিন ধরে ২০২ শ্রমিক-কর্মচারীর প্রায় ২৩ কোটি ৪৮ লাখ টাকা বকেয়া। মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার পর থেকেই এই বিপুল পরিমাণ পাওনা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন তারা।

অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস জানান, মিল বন্ধের সময় ২৬২ জনের প্রায় ২১ কোটি টাকা বকেয়া ছিল। ২০২৫ সাল পর্যন্ত আরও ১০০ শ্রমিকের প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা বকেয়া। অর্থের অভাবে শ্রমিকরা সুচিকিৎসা করাতে পারছেন না এবং সন্তানদের পড়াশোনা থেকে শুরু করে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত থমকে গেছে। ফলে দ্রুত বকেয়া পরিশোধ ও মিল চালুর দাবি জানান তিনি।

দীর্ঘদিন ধরে মিলটি বন্ধ থাকায় প্রায় ১০০ কোটি টাকার মূল্যবান যন্ত্রাংশ এখন নষ্ট হওয়ার পথে। বছরের পর বছর অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থাকা এসব যন্ত্রপাতিতে মরিচা ধরার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এদিকে, ২০২১ সালের ৩ জুন মিলের গোডাউন থেকে ৫২ দশমিক ৭ টন চিনি ‘রহস্যজনকভাবে’ গায়েবের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় স্টোরকিপার ফরিদুল হকসহ তিনজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মামলা করে। মামলার অন্য আসামিরা হলেন- তৎকালীন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আল-আমীন ও সর্দার বশির উদ্দিন। বন্ধ চিনিকলের গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ চিনি গায়েবের ঘটনা সে সময় দেশব্যাপী ব্যাপক আলোচিত হয়।

কুষ্টিয়া রেনউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হামিদুল ইসলাম জানান, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তেল-গ্রিজ দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ না করলে যন্ত্রপাতির ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ নষ্ট হতে পারে। মিলের আশপাশ অঞ্চলের চাষিরা আখ চাষে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

কৃষকদের দাবি, সরকারিভাবে যে বীজ দেওয়া হয় তা উচ্চফলনশীল নয় এবং ফসল ঘরে তুলতে ১৮ মাস সময় লাগে, যেখানে অন্যান্য ফসল বছরে তিনবার হয়।

সুগার মিল এলাকার আখ চাষি মনিরুজ্জামান আতু জানান, এবার পাঁচ চাষি সুগার মিলের প্রায় ২০ একর জমি লিজ নিয়ে আখ চাষ করছেন। নানা সংকট এবং চ্যালেঞ্জের কারণে চাষিরা দিন দিন আখ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, “আখ চাষিদের সরকারিভাবে যে প্রণোদনা

দেওয়া হয়, সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। আবার যে প্রণোদনা আসে সেটিও হাতেগোনা কয়েকজন পান। এছাড়া সরকারিভাবে যে বীজ দেওয়া হয়, সেটিও উচ্চ ফলনশীল জাতের নয়। যে কারণে বিঘাপ্রতি ফলন অত্যন্ত কম। আখ চাষ করে ফসল ঘরে তুলতে ১২ থেকে ১৮ মাস পর্যন্ত সময় লাগে। অথচ অন্য ফসলের ক্ষেত্রে বছরে তিনটি ফসল করা যায়।”

কুষ্টিয়া সুগার মিল আধুনিকায়ন ও রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবু মনি সাকলায়েন এলিন বলেন, “দীর্ঘদিন ধরে মিলটি চালুর বিষয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করছি। সরকারের কাছে জোর দাবি, অবিলম্বে কুষ্টিয়া সুগার মিল চালুর বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে।”

তিনি আরও বলেন, “আখ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জমির সংকট রয়েছে। কেননা, আখ চাষে প্রায় এক থেকে দেড় বছর সময় লাগে। আর আখ চাষের ক্ষেত্রে সরকারি প্রণোদনা চাষিরা তেমন পান না।”

চিনিকলটি পুনরায় চালুর বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সদস্য সচিব প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার বলেন, “মিলটি পুনরায় চালুর জন্য বর্তমান সরকার যথেষ্ট আন্তরিক। মিলটি চালু করতে হলে মাড়াই মৌসুমে প্রায় ৬০ থেকে ৮০ হাজার মেট্রিক টন আখ লাগবে। তবে সনাতনী পদ্ধতিতে চাষ করলে বছরে প্রায় ৪০ হাজার মেট্রিক টনের বেশি আখ উৎপাদন হবে না। সেজন্য উচ্চ ফলনশীল জাতের আখ চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছি।”

তিনি বলেন, “যদি উচ্চ ফলনশীল জাতের আখ চাষ করতে পারি তাহলে দুই হাজার একর জমিতেই বছরে প্রায় এক লাখ ২০ হাজার মেট্রিক টন উৎপাদন সম্ভব হবে। আশার কথা, চলতি বছর অনেক কৃষকই পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল জাতের আখ চাষ শুরু করেছেন।”

কুষ্টিয়া সুগার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুমা আক্তার জানান, কুষ্টিয়াসহ ছয়টি সুগার মিল কবে নাগাদ চালু হতে পারে, সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। এছাড়া যন্ত্রপাতি কতটুকু কার্যক্ষম তা যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া বলা সম্ভব নয়। তবে মিলটি চালুর বিষয়ে আমরা আশাবাদী।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে অগ্নিকাণ্ডে কৃষকের ঘরবাড়ি ভস্মীভূত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে এক কৃষকের বসতবাড়ি ভস্মীভূত হয়েছে। প্রায় দুই ঘণ্টার আগুনে তিনটি বসতঘর, ঘরের আসবাবপত্র, টিন, নগদ টাকা, খাদ্যশস্য ও কাপড়চোপড়সহ সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে প্রায় ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের আব্দুলপুর ঘোগা এলাকায় বাহাদুর আলীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা জানান, মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে বাহাদুর আলীর বাড়িতে আগুন দেখতে পান প্রতিবেশীরা। ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত। বিদ্যুতের শকের ভয়ে প্রথমে কেউ আগুন নেভাতে এগিয়ে আসেননি। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে আগুন জ্বলতে থাকে এবং তিনটি ঘরসহ ঘরের সব জিনিসপত্র পুড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ঘটনার সময় পরিবারের কেউ বাড়িতে ছিলেন না। বাহাদুর আলী মাঠে কৃষিকাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং তার স্ত্রী-সন্তানরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন।

ক্ষতিগ্রস্ত বাহাদুর আলী বলেন, “আগুনে আমার তিনটি ঘরসহ খাট, চেয়ার, টেবিল, আলনা, টিন, ড্রেসিং টেবিল, হাঁড়ি-পাতিল, বাক্স, চাল, ধান ও নগদ টাকাসহ সবকিছু পুড়ে গেছে। এখন পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রায় ১০-১২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।”

প্রতিবেশীরা জানান, আগুনে বাহাদুর আলীর সবকিছু পুড়ে যাওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। তারা দ্রুত সরকারি সহায়তার দাবি জানান।

দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অনিন্দ্য গুহ বলেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলে

কুষ্টিয়ার খোকসায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ভ্যানচালকের

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ঝন্টু দাস
(৪২) নামে এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার একতারপুর (পালপাড়া) এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ঝন্টু দাস খোকসা উপজেলার কমলাপুর ঋষিপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিজ ভ্যান চালানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি উল্টে গেলে তিনি গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

হাসপাতালে নেওয়ার পর দায়িত্বরত চিকিৎসক আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আবির হোসেন সোহাগ তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় পল্লী চিকিৎসকের ওপর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

কুষ্টিয়ায় পীর হত্যা মামলার আরো এক আসামি গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নে কথিত পীর আব্দুর রহমান ওরফে শামীম জাহাঙ্গীর (৫৭) হত্যা মামলার আরো এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে রাজশাহীর গোদাগাড়ী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কুষ্টিয়া সিপিসি-১, র্যাব-১২ কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ্ত সরকার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম রাজীব মিস্ত্রি। তিনি মামলার এজাহারভুক্ত ৩ নম্বর আসামি। ফিলিপনগর ইউনিয়নের পশ্চিম দক্ষিণ গ্রামের বাসিন্দা গাজী মিস্ত্রির ছেলে রাজীব।

বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব জানায়, বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে র্যাব-১২, সিপিসি-১ কুষ্টিয়া ও র্যাব-৫ সদর কোম্পানির যৌথ অভিযান চালিয়ে রাজীব মিস্ত্রিকে রাজশাহীর গোদাগাড়ী থানাধীন থানা রোড নাসিম হেয়ার ড্রেসারের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করে। তিনি মামলার ৩ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি।

এর আগে এই হত্যা মামলায় রবিবার ফিলিপনগর ইউনিয়নের দক্ষিণ-পশ্চিম ফিলিপনগর গ্রামের বাসিন্দা বিপ্লব হোসেন (২৬), আলিফ ইসলাম (২৩) ও সোমবার রাতে ইসলামপুর গ্রামের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আলমগীর হোসেনকে (১৬) গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গত ১১ এপ্রিল দুপুর আড়াইটার দিকে ইসলাম ধর্ম বিকৃতির অভিযোগে দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নে শামীম জাহাঙ্গীর নামে এক পীরের আস্তানায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও মূল্যবান সামগ্রী লুটপাট করে বিক্ষুব্ধ লোকজন। এ সময় পীর শামীম জাহাঙ্গীর ও তার

অনুসারীদের মারধর করেন তারা। পরে শামীম জাহাঙ্গীরকে আহত অবস্থায় দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

ঘটনার পরদিন দুপুরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কড়া পুলিশ পাহারায় ফিলিপনগর এলাকার পশ্চিম-দক্ষিণ কবরস্থানে শামীম জাহাঙ্গীরের দাফন সম্পন্ন হয়।

গত ১৩ এপ্রিল রাতে দৌলতপুর থানায় নিহত শামীম জাহাঙ্গীরের বড় ভাই অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক ফজলুর রহমান বাদী হয়ে চারজনের নাম উল্লেখ ও ১৮০ থেকে ২০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা করেন।